



## 60296 - পরীক্ষার কারণে রমজানরে রোজা না-রাখা

### প্রশ্ন

যখন আমি ইউনভার্সিটিতে পড়ি, রমজানরে রোজা রেখে পড়াশুনা করতে পারতাম না। সে জন্য দুই রমজানরে কিছু রোজা আমি রাখিনি। এখন আমার উপর কিশু কাযা ওয়াজবি; নাকিশু কাফফারা ওয়াজবি? নাকিকাযা কাফফারা উভয়টা ওয়াজবি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রমজান মাসে রোজা পালন ইসলামরে অন্যতম একটি ভিত্তি। যে ভিত্তিগুলোর উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইবনেউমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ )

“ইসলাম পাঁচটি রোকনরে উপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নহে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, নামাযকায়মে করা, যাকাত দেওয়া, হজ্জআদায় করা এবং রমজান মাসে রোজা পালন করা।”

সুতরাং যে ব্যক্তি রোজা ত্যাগ করলে ইসলামরে একটি রোকন ত্যাগ করল এবং কবরি গুনাতলেপিত হল। বরং চসলফে সালহেনিদরে কটে কটে এ ধরণে ব্যক্তিকে কাফরি ও মুরতাদ মনে করতেন। আমরা এ ধরণে গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইমাম যাহাবীতার ‘আল-কাবায়েরে’ গ্রন্থে (পৃঃ ৬৪) বলছেন:

“মুনিদের মাঝে স্বীকৃত যে, যে ব্যক্তি কোন রোগ বা কারণ ছাড়া রমজান মাসে রোজা ত্যাগ করলে ব্যক্তি যিনি কারী ও মদ্যপ মাতালরে চয়ে নকিষ্ট। বরং তাঁরা তার ইসলামরে ব্যাপারে সন্দেহে পোষণ করেন এবং তার মাঝে ইসলামদ্রোহিতা ও বমিখতারধারণা করেন।” সমাপ্ত

দুই:



পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখার ব্যাপারে শাইখ বনি বাযরাহমিহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেন: “একজন মুকাল্লাফ (শরয়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির জন্য রমজান মাসে পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়যে নয়। কারণ এটি শরয়িত অনুমোদিত ওজর নয়। বরং তার উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি। দিনের বেলায় পড়াশোনা করাতার জন্য কষ্টকর হলে সে রাতের বেলায় পড়াশুনা করতে পারে। আর পরীক্ষা-নয়িন্তরণ করতৃপক্ষের উচিত ছাত্রদের প্রতী সহমর্মী হওয়া এবং রমজান মাসের পরবর্তীতে অন্য সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা। এর ফলে দুইটি সুবধির মধ্যে সমন্বয় করা যায়। ছাত্রদের সিয়াম পালন ও পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য অবসর সময় পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহহি হাদিসে এসেছে তিনি বলেন:

اللهم نوليمناً فرقبهمفارقبه، ومنوليمناً مرأميشيئاً فشقعليهمفا شققعليه (أخرجه مسلم في صحيحه)

“হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের যে কোন পর্যায়ে রক্তৃত্ব লাভ করে তাদের সাথে মেলাম হয় আপনও তার প্রতীকে মেলাম হন। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের রক্তৃত্ব পয়ে তাদের সাথে কঠোর হয় আপনও তার সাথে কঠোর হন।” [সহহি মুসলিম]

তাই পরীক্ষা নয়িন্তরণ-করতৃপক্ষের প্রতী আমার উপদেশ হল- তাঁরা যেন ছাত্রছাত্রীদের প্রতী সহমর্মী হন। রমজান মাসে পরীক্ষা না দিয়ে রমজানের আগে বা পরে পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করেন। আমরা আল্লাহর কাছে সবার জন্য তাওফিক প্রার্থনা করি।” সমাপ্ত [ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনে বায (৪/২২৩)] ‘ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমি রমজান মাসে একটানা সাড়ে ৬ ঘণ্টা পরীক্ষা দিই। মাঝে ৪৫ মিনিটের বিরতি আছে। একই পরীক্ষায় আমি গত বছরও অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু সিয়াম পালনের কারণে ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারিনি। তাই পরীক্ষার দিনে কি আমার রোজা না-রাখা জায়যে হবে?

তাঁরা উত্তরে বলেন:

“উল্লেখিত কারণে রোজা না-রাখা জায়যে নয়; বরং তা হারাম। কারণ রমজানে রোজা না-রাখার বৈধ ওজরের মধ্যে এটি পড়ে না।” সমাপ্ত

[ফাতাওয়াললাজনা দদায়মি (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্র (১০/২৪০)]

তনি:

না-রাখা রোজাগুলো কাযা করার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন:

আপনি যদি এই ভাবে রোজা না-রখে থাকেন যে পরীক্ষার কারণে রোজা না-রাখা জায়যে, তবে আপনার উপর শুধু কাযা করা



ওয়াজবি আপনার যহেতে ভুল ধারণা ছিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আপনি হারামে লিপ্ত হননি তাই আপনার ওজুহাত গ্রহণযোগ্য। আর আপনি যদি তা হারাম জনে রোজা না-রাখেন তবে আপনার উপর অনুতপ্ত হওয়া, তওবা করা এবং পাপ কাজে পুনরায় ফিরে না আসার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা ওয়াজবি। কাযা করার ক্ষেত্রে যেদিন রোজা শুরু করে দিনের বেলায় রোজা ভঙে ফলে তাহলে আপনাকে এর কাযা পালন করতে হবে। আর যদি আপনি শুরু থেকেই রোজা না-রখে থাকেন তাহলে আপনার উপর কোন কাযা নেই। এর জন্য আল্লাহ চাহতে ‘সত্যকার তওবা’ (তওবায়ে নাসুহ)-ই যথেষ্ট। আপনার উচিত বেশে বিশেষ ভাবে কাজ করা, নফল রোজা রাখা; যাত করে ছুটে যাওয়া ফরজ ইবাদতের ঘাটত পূরণ করে নিতে পারেন।

শাইখ ইবন উয়েইমীন রাহিমাহুল্লাহকে রমজানে দিনের বেলায় বনি ওজরে পানাহারের হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন:

রমজানে দিনের বেলায় বনি ওজরে পানাহার করা মারাত্মক কবরি গুনাহ। এতে করে ব্যক্তি ফাসকে হয়ে যায়। তার উপর ওয়াজবি হচ্ছে- আল্লাহর কাছ তওবা করা এবং রোজা না-রাখা দিনগুলোর কাযা রোজা পালন করা। অর্থাৎ সেরে যদি রোজা শুরু করে বনি ওজরে দিনের বেলায় রোজা ভঙে ফলে তাহলে তার গুনাহ হবে এবং তাকে সেরে দিনের রোজা কাযা করতে হবে। কারণ সেরে রোজাটা শুরু করেছে, সেরে তার উপর অনবির্য হয়েছে এবং সেরে ফরজ জনে সেরে আমলটাই শুরু করেছে। তাই মান্নতের ন্যায় এর কাযা করা তার উপর আবশ্যিক। আর যদি শুরু থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বনি ওজরে রোজা ত্যাগ করতে হবে অগ্রগণ্য মত হল তার উপর কাযা আবশ্যিক নয়। কারণ কাযা করলেও সেরে তার কোন কাজে আসবে না। যহেতে তাকবুল হবে না।

শরয়ী কায়দো হল: নরিদ্বিট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত কোন ইবাদত যখন বনি ওজরে সেরে নরিদ্বিট সময়ে আদায় করা হয় না সেরে আর কবুল করা হয় না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )

“যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের দ্বীনে নেই তা প্রতিখ্যাত।” [সহি বুখারী (২০৩৫), সহি মুসলিম (১৭১৮)]

তাছাড়া এটি আল্লাহর নরিধারতি সীমারখো লঙ্ঘন। আল্লাহ তাআলার নরিধারতি সীমানা লঙ্ঘন করা জুলুম বা অন্যায়। জালমিরে আমল কবুল হয় না। আল্লাহ তাআলা বলছেন:

( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )

“যারা আল্লাহর (নরিধারতি) সীমারখো লঙ্ঘন করতারা জালমি (অবচারী)।” [২ আল-বাক্বারাহ: ২২৯]

এছাড়া সেরে ব্যক্তি যদি এই ইবাদতটি নরিদ্বিট সময়ের আগে পালন করত তবে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হত না, অনুরূপভাবে কোন ওজর ছাড়া সেরে যদি নরিদ্বিট সময়ের পরে তা আদায় করতে বসে সেরেও তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। সমাপ্ত



[মাজমূফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)]

চার:

কাযা পালনে এই কয়কে বছর দরৌ করার কারণে আপনার উপর তওবা করা আবশ্যিক। য়ে ব্যক্তরিউপর রমজানের কাযা রোজা রয়ছেপেরবর্তী রমজান আসার আগতে তাপালন করে নয়ো ওয়াজবি। যদি সতে এর চয়ে বশেদিরৌ করতেবতে সতে গুনাহগার হবে। এই বলিম্ব করার কারণতে তার উপর কাফফারা (পরতদিনেরপরবিততেএকজনমসিকীনখাওয়ানতে) ওয়াজবি হবে কনি-এ ব্যাপারে আলমেদরে মাঝতে মতভদে রয়ছে। নরিবাচতি মত হল-তার উপর কাফফারা আদায় ওয়াজবি হবে না। তবতে সাবধানতাবশতঃ আপনি যদি কাফফারা আদায় করেনে তবতে তা ভাল। আরও জানতে দেখুন (26865)নং প্রশ্নরে উত্তর।

জবাবরে সারাংশ হল:

আপনি যদি পরীক্ষার কারণতে রোজা না-রাখা জায়তে মনে করে রোজা না-রখে থাকনেঅথবা রোজা শুরু করে দিনতে ভঙেগতে ফলেনে তাহলে আপনাকে কাযা পালন করতে হবে; কাফফারা আদায় করতে হবে না। আমরা দোয়া করছি যাতে আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করেনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।